সুরা ইয়াসীন

সুরা ইয়াসীনে তিনজন রাসুল ও একজন ঈমানদার হাবীব নাজ্জারের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুঃ**"সুরা ইয়াসীনে তিনজন রসূল ও একজন ঈমানদার হাবীব নাজ্জারের ঘটনা।"**

সুরা ইয়াসীনের ১৩ নং আয়াত থেকে ২৯ নং আয়াতে এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনজন রসূলকেই ঐ জনপদের লোকেরা প্রত্যাখ্যান এবং হাবীব নাজ্জার আল্লাহ ও রাসূলদের প্রতি নিজে ঈমান আনলো এবং এবং লোকদেরকে আহ্বান করলো ঈমান আনার জন্য। লোকেরা হাবীব নাজ্জারকে হত্যা করলো, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। বদ দোয়া করার পরিবর্তে হাবীব নাজ্জার জাতির লোকদের জন্য মৃত্যুর পরও আক্ষেপ করলো। আল্লাহ এই জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

সুরা ৩৬ ইয়াসীন ,আয়াতঃ ১৩-২৯

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾

তাদের নিকট বর্ণনা কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; যাদের নিকট এসেছিলো রাসূলগণ।

اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾

যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দু’জন রাসুল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললো; তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা সুতরাং তারা বলেছিলেনঃ আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

قَالُوا مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَىْءٍ ۙ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

তারা বললেনঃ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় (আল্লাহ) তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছো।

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

তারা বললোঃ আমাদের প্রতিপালক জানেন যে আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ
لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾

তারা বললোঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তবে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে।

قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾

তারা (রাসুলগণ) বললেনঃ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, এটা কি এজন্যে যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হবে? বস্তুতঃ তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

وَ جَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾

নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসলো, সে বললোঃ হে আমার সম্প্রদায়! রাসুলদের অনুসরণ কর।

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত।

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾

আমার কি হয়েছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করবো না?

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾

আমি কি তার পরিবর্তে অন্য মা’বুদ গ্রহণ করবো? দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের শাফায়াত আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।

اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

আমি অবশ্যই তখন স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো।

اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর।

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

বলা হলোঃ জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বললোঃ হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানত।

بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾

(একথা) যে, আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে তিনি সম্মানিত করেছেন।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا
كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾

আমি তার (মৃত্যুর) পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং আমি প্রেরণকারীও ছিলাম না।

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾

ওটা ছিল শুধুমাত্র এক বিকট শব্দ। ফলে তারা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

<u>হাবীব নাজ্জারের ঘটনা</u>

<u>তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যা</u>

কুরআন বা হাদীসে এ জনবসতিটিকে চিহ্নিত করা হয়নি। এমনকি এ রাসুলগণ কারা ছিলেন এবং কোন যুগে এদেরকে পাঠানো হয়েছিলো, কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে একথাও জানা যায়নি। কোরআন মজীদ যে উদ্দেশ্যে এ কাহিনী এখানে বর্ণনা করছে তা বুঝার জন্য জনপদের ও রসুলগণের নাম জানার কোন প্রয়োজন নেই। কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশদেরকে একথা জানানো যে, তোমরা হঠকারীতা ও সত্য অস্বীকার করার সেই একই নীতির উপর চলছো, যার উপর চলেছিল এ জনপদের লোকেরা এবং তারা যে পরিণাম ভোগ করেছিল সেই একই পরিণামের সম্মুখীন হবার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নিচ্ছো।

জনপদের লোকদের বক্তব্য ছিল, তোমরা যেহেতু মানুষ, কাজেই তোমরা আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হতে পারো না। মক্কার কাফেররাও একই ধারণা করতো, তারা বলতো মুহাম্মদ(সঃ) রাসুল নন, কারণ তিনি মানুষ। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন আয়াতে কোরআন বলছেঃ

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ৭

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْ
لَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۙ﴿۷﴾

তারা বলে এ কেমন রাসুল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে কোন ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলো না, যে তার সাথে থাকতো সতর্ককারীরূপে?

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৩

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَاۤ اِلَّا
بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿۳﴾

তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী, সীমালঙ্ঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করেঃ এ তো তোমাদের মত একজন মানুষ; তবুও কি তোমরা দেখেশুনে যাদুর কবলে পড়বে?

সুরা ২৩ আল মু'মিনুন,আয়াতঃ২৪

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ
مَلٰٓئِكَةً ۖ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿۲۴﴾

তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরী করেছিলো, তারা বললোঃ এতো তোমাদের মত একজন মানুষ, তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে,

আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই পাঠাতেন; আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এরূপ ঘটেছে , এ কথা আমরা তো শুনিনি।

সুরা ২৩ আল মু'মিনুন, আয়াতঃ ৩৩-৩৪

وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَ
اَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ
مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ﴿۳۳﴾

তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরী করেছিলো ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছিলো এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার ,তারা বলেছিলো এতো তোমাদের মত একজন মানুষ; তোমরা যা আহার কর সে তো তা-ই আহার করে এবং তোমরা যা পাণ করো সেও তাই পাণ করে।

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾

যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সুরা ৫৪ আল-ক্বামার, আয়াতঃ ২৪

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

তারা বলেছিলোঃ আমরা কি আমদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করবো? তবে তো আমরা বিপথগামী এবং বিবেকহীনরূপে গণ্য হবো।

নবীগণ এ সমস্ত কথার জবাবে বলেনঃ

সুরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াতঃ ১১

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ
عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

তাদের রাসুলগণ তাদেরকে বলেছিলেনঃ আমরা তোমাদের মত মানুষ; কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করে থাকেন; আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়; মু'মিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।

“রাসুল মানুষ হতে পারে না।“ এ জাহেলী চিন্তা ধারা প্রতি যুগে লোকদের হিদায়াত গ্রহন করা থেকে বিরত রাখে এবং এরই কারণে বিভিন্ন জাতির জীবনে ধ্বংস নেমে এসেছে।

সুরা আত তাগাবুন ৬৪,আয়াতঃ ৫-৬

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۖ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَ
لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٥﴾

তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি পূর্ব্বর্তী কাফিরদের খবর? তারা তাদের কর্মের মন্দফল আস্বাদন করেছিল এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫
فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝٦

তা এজন্যে যে, তাদের নিকট তাদের রাসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসতেন তখন তারা বলতোঃ মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দিবে? অতঃপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো; কিন্তু আল্লাহর কিছু যায় আসে না। আর আল্লাহ তো অভাবমুক্তই, অতি প্রশংসিত।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৯৪

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا
اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝٩٤

‘আল্লাহ কি মানুষকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন?’ মানুষকে এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ-নির্দেশ।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৭-৮

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ
اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٧

তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ বহু পুরুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ﴿٨﴾

আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করি নাই যে,তারা আহার্য গ্রহণ করতেন না; আর তারা চিরস্থায়ীও ছিলেন না।

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ ২০

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ
يَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ
اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসুল প্রেরণ করেছি তারা আহার করতেন ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন। আমি তোমাদের মধ্যে পরস্পরকে পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সবকিছু দেখেন।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৯৫

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا
عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾

বলঃ ফেরেশতারা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতো তবে আমি আকাশ হতে ফেরেশ্তাকেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম।

নবী রাসুলগণ বলেছেন, তোমদের কাছে যে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আমাদের উপর দায়িত্ব অর্পন করেছেন তা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন কাজ আমাদের নেই। এরপর তা মেনে নেয়া বা না মেনে নেয়া তোমাদের ইচ্ছাধীন। তোমাদের উপর বল প্রয়োগ করে মেনে নিতে বাধ্য করার দায়িত্ব আমাদের উপর সোপর্দ করা হয়নি। আর তোমরা মেনে না নিলে তোমাদের কুফরীর কারণে আমরা পাকড়াও হবো না। বরং তোমাদের এ অপরাধের জন্য তোমাদের নিজেদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে। তোমরা আমাদের জন্য কুলক্ষুণে ও অশুভ। তোমরা এসে আমাদের উপাস্য দেবতাদের বিরুদ্ধে যে সব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছো তার ফলে দেবতারা আমাদের প্রতি রুষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং এখন আমাদের উপর যে সব বিপদ আসছে তা আসছে তোমাদের বদৌলতে। ঠিক এ একই কথা আরবের কাফের ও মোনাফিকরা মুহাম্মদ(সঃ) এর বিরুদ্ধে বলতোঃ

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ৭৮

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَ

إِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ

سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ

هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে; যদিও তোমরা সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান কর; এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তবে বলেঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তবে বলে যে এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে, তুমি বলঃ সব কিছুই আল্লাহর নিকট হতে হয়; অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কী হয়েছে যে, তারা কোন কথা যেন বুঝতেই চায় না।

সামুদ জাতি তাদের নবীকে বলতোঃ

সুরা ২৭ আন নামল, আয়াতঃ ৪৭

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ
قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

তারা বললোঃ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি; সালেহ(আঃ) বললেনঃ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর ইখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আর ফেরাউনের জাতিও এ একই মনোভাবের অধিকারী ছিল।

সুরা ৭ আল আ’রাফ, আয়াতঃ১৩১

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

যখন তাদের সুখ-শান্তি ও কল্যাণ হতো তখন তারা বলতোঃ এটা তো আমাদের জন্য, আর যদি তাদের দুঃখ,দৈন্য ও বিপদ-আপদ হতো তখন তারা ওটাকে মূসা(আঃ) ও তার সঙ্গী-সাথীদের মন্দভাগ্যের কারণরূপে নিরূপণ করতো, তোমরা যেনে রেখো যে, তাদের অকল্যাণ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না।

এই জনপদের নবীগণ বলেছিলেন, কেউ কারোজন্য অপয়া বা অলক্ষণ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির তাকদীরের লিখন তার নিজের গলায়ই ঝুলছে। কোন অকল্যাণ ও অঘটন ঘটলে তা হয় তার নিজের তাদীরেরই ফল। এবং শুভ ও অশুভ ঘটলে তাও হয় তার তাকদীরের ফল।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ১৩

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾

প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গলায় লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্যে বের করবো এক কিতাব যা সে পাবে উন্মুক্ত।

হাবীব নাজ্জার ঘটনা

রসুলদেরকে যখন জনপদবাসী অস্বীকার করছিল তখন নগরীর দূরপ্রান্ত থেকে যে ব্যক্তি দৌড়ে এসে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে রসুলদেরকে মেনে নেয়ার উপদেশ দিচ্ছিল কোন কোন তাফসীরকারক তার নাম হাবীব নাজ্জার উল্লেখ করেছেন।

হাবীব নাজ্জার যুক্তি দিয়ে বললেন, রসুলরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলছেন এবং তাদের নিজেদের চরিত্র একেবারে নিষ্কলুষ। তারা নিজেদের কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, এ কথা কেউ চিহ্নিত করতে পারবে না। এরপর তাদের কথা কেন মেনে নেয়া হবে না তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

তারপর হবীব নাজ্জার বলছেন, স্রষ্টার বন্দেগী করা বুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবীর নামান্তর মাত্র। হাবীব নাজ্জার নিজ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলছেন , তোমাদের একদিন মরতে তো হবেই এবং যে আল্লাহর বন্দেগী করতে আজ তোমাদের আপত্তি তখন তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কোন্ কল্যাণের আশা পোষণ করতে পারো। হাবীব নাজ্জার আরোও বলছেন, আমি যে রবের প্রতি ঈমান এনেছি তিনি কেবল আমারই রব নন বরং তোমাদেরও রব। তাঁর প্রতি ঈমান এনে আমি ভূল করিনি বরং তাঁর প্রতি ঈমান না এনে তোমরাই ভূল করেছো।

জনপদবাসী হাবীব নাজ্জারকে মেরে ফেল্ল। তিনি শহীদ হলেন দ্বীনের প্রচার করতে করতে। শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করার সাথে সাথেই তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হলো। যখনই মৃত্যুর দরজা পার হয়ে তিনি অন্য জগতে পৌঁছে গেলেন, ফেরেশতারা সেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং তারা তখনই তাকে এ মর্মে সুসংবাদ দিয়ে দিলেন যে, সুসজ্জিত বেহেশত তার অপেক্ষায় রয়েছে।

হাবীব নাজ্জার উন্নত নৈতিক মানসিকতার একটি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। যারা এ মাত্র হত্যা কর্ম সংঘটিত করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তার মনে কোন ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল না। তিনি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য কোন বদদোয়া করছেন না। এর পরিবর্তে তিনি এখনও তাদের কল্যাণ কামনা করে চলছিলেন। মৃত্যুর পর তার মনে যদি কোন আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়ে থাকে

তাহলে তা ছিল কেবলমাত্র এতটুকু যে, হায়! আমার জাতি যদি আমার এ শুভ পরিণাম জানতে পারতো এবং আমার জীবন থেকে না হলেও আমার মৃত্যু থেকেও যদি শিক্ষা নিয়ে সত্য-সঠিকপথ অবলম্বন করতো। এই ভদ্র- বিবেকবান মানুষটি নিজের হত্যাকারীদের জন্যও জাহান্নামের প্রত্যাশা করতেন না। বরং তিনি চাইতেন তারা ঈমান এনে জান্নাতের অধিকারী হোক। এরই প্রশংসা করে হাদীসে বলা হয়েছে

نصح قومه حياومیتا

এ ব্যক্তি জীবিত অবস্থায়ও নিজের জাতির কল্যাণকামী থেকেছে এবং মৃত্যুর পরেও।"

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা প্রচেষ্টা করি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার এবং জান্নাত লাভ করার। পরিবার পরিজন , আত্মীয় স্বজন সহ অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করি যাতে করে তারাও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে ও জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....